২

ব্রিটিশ নির্বাহী বিভাগ

নির্বাহী বিভাগ ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থা কোন সুপরিকল্পনার ফল নয়। কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক এ শাসন ব্যবস্থা সৃষ্টি হয় নি। দেশ ও দেশবাসীর ভৌগোলিক অবস্থা, সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামো ও মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থা সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ ধরনের শাসন বিভাগের শীর্ষে আছেন রাজা বা রানী। ব্রিটিশ শাসন বিভাগ বলতে রাজা বা রানী; প্রধানমন্ত্রী ও পার্লামেন্টকে বুঝায়। রাজা বা রানী এ ব্যবস্থায় নামমাত্র প্রধান। সরকারের যাবতীয় ক্ষমতা তার নামেই প্রয়োগ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীই শাসন ব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি। রাজা বা রানী সহ পার্লামেন্টের সকল ক্ষমতা বাস্তবে মন্ত্রিসভার নামেই পরিচালিত। বস্তুত পক্ষে 'রাজা বা রানী' সহ পার্লামেন্ট, প্রিভি–কাউন্সিল, ক্যাবিনেট এবং স্থায়ী রাজকর্মচারীদের নিয়ে ব্রিটেনের শাসন বিভাগ গঠিত। ব্রিটেনের শাসনবিভাগ তথা শাসন ব্যবস্থা হল সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার মডেল স্বরূপ।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- *পাঠ-১: রাজা বা রানীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী।*
- *পাঠ-২: রাজতন্ত্র টিকে থাকার কারণ।*
- *পাঠ-৩: প্রধানমন্ত্রীর যোগ্যতা, ক্ষমতা ও কার্যাবলী।*
- *পাঠ-৪: ক্যাবিনেটের ক্ষমতা ও কার্যাবলী।*

পাঠ-১ রাজা বা রানীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী

উদ্দেশ্য

এ পাঠশেষে আপনি—

- ◆ ব্রিটেনের রাজশক্তির উৎস সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ◆ ব্রিটেনের রাজা বা রানীর ক্ষমতা কতটুকু তা বলতে পারবেন;
- ◆ রাজার বিশেষ অধিকার কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

রাজা বা রানী ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থার নাম মাত্র প্রধান। যাবতীয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস হল রাজা বা রানী। দেশের ভিতরে তাঁর এই বিপুল শক্তির উৎস হল দু'টি:

১. **পার্লামেন্টের বিধিবদ্ধ আইন ঃ** পার্লামেন্টের বিধিবদ্ধ আইন ব্রিটেনের রাজশক্তি ক্ষমতার প্রধান উৎস। পার্লামেন্টের কাছ থেকে রাজা বিধিবদ্ধভাবে কতকগুলো ক্ষমতা পেয়েছেন। এ ক্ষমতার ভিত্তিতে তিনি বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে কার্যাদি সম্পন্ন করেন। এছাড়া অর্পিত ক্ষমতা প্রসূত আইন (Delegated legislation) -এর মাধ্যমে শাসন-বিভাগীয় মন্ত্রীদের কার্যাদি সম্পর্কে রাজা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন। এগুলোই হল পার্লামেন্টের বিধিবদ্ধ আইন।

২. **বিশেষাধিকার ঃ** বিশেষাধিকার ব্রিটেনের রাজা বা রানীর ক্ষমতার দ্বিতীয় উৎস। ব্রিটেনের রাজশক্তির ক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল বিশেষাধিকার (Prerogatives) রাজার এই বিশেষাধিকারগুলো চিরাচরিত প্রথার মাধ্যমে প্রাপ্ত। এগুলো তার ক্ষমতার ভিত্তি স্বরূপ।

সরকারী কাজের জন্য সাধারণত মন্ত্রীরাই দায়ী থাকেন।

"রাজা কোন অন্যায় করতে পারেন না" (The King can do no wrong) এ প্রবাদটি ব্রিটেনে ব্যক্তি রাজার ক্ষেত্রে নয়, প্রতিষ্ঠান রাজার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুদূর অতীতে রাজার অবাধ ক্ষমতা ছিল এবং তাঁকে বিধাতার প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা হত। সে সময় রাজার ক্ষমতাকে সন্দেহাতীতভাবে মেনে নেওয়া হত। রাজা সব দোষ ত্রুটির উর্ধ্বে বলে ধরে নেয়া হত। কিন্তু বর্তমান রাজার নিজস্ব ব্যক্তিগত কোন ক্ষমতা নেই। নিজ দায়িত্বে তিনি কিছুই করেন না। যাবতীয় কাজকর্ম তার নামেই পরিচালিত হয়। তাই তিনি কোন অন্যায় করেন না। এ কারণে তাঁকে কোন অন্যায়-অবিচারের জন্য দায়ী করা যায় না। সরকারী কাজের জন্য সাধারণত মন্ত্রীরাই দায়ী থাকেন। রাজার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা যায় না।

ব্রিটেনে দিনে দিনে নানা রকম সরকারী ক্ষমতা ব্যক্তি রাজার হাত থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সীমিত ক্ষমতার অধিকারী প্রাতিষ্ঠানিক রাজার হাতে চলে যায়। বর্তমানে ব্রিটেনে দায়িত্বশীল সংসদীয় সরকার বিদ্যমান। এ ধরনের সরকারী ব্যবস্থায় যাবতীয় দায়-দায়িত্ব সরকার প্রধানের হাতে ন্যাস্ত। রাজা এখানে নামে মাত্র প্রধান। রাজা বা রানী মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে নির্ধারিত যাবতীয় কার্যাদি পালন করেন। রাজার ঘোষণাপত্রে যে কোন একজন মন্ত্রীর প্রতি স্বাক্ষর আবশ্যক। অন্যথায় এ ঘোষণা কার্যকরী হয় না। সকল দায় দায়িত্ব মন্ত্রীসভার উপর ন্যাস্ত। রাজা কোন ভুল করলে তা অন্যদের উপর বর্তায়।

ব্রিটেনে রাজশক্তির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

সাংবিধানিকভাবে ব্রিটেনের সকল ক্ষমতা রাজা বা রানীর নামে পরিচালিত হয়। তত্ত্বগত বিচারে ব্রিটেনের রাজশক্তি হল যাবতীয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস। রাজা বা রানী ব্রিটেনের শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের অবিচ্ছেদ্য অংশ, ব্রিটেনের রাজা বা রানীর ক্ষমতা ও কার্যাকবলীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১. **শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতাঃ** ব্রিটেনের রাজা বা রানী রাষ্ট্রপ্রধান। তার নামেই সকল ক্ষমতা পরিচালিত হয়। তিনি হলেন শাসন বিভাগীয় প্রধান। শাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ ব্যক্তি। দেশের শাসন ক্ষমতা যাতে আইনানুগ ভাবে পরিচালিত হয় সেদিকে তিনি দৃষ্টি রাখেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তাঁর উপর ন্যাস্ত। তিনি প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের নিয়োগ দান করেন। এছাড়া তিনি তাদের পদচ্যুত করার ক্ষমতা রাখেন। ব্রিটেনের স্থল, নৌ, বিমান বাহিনী, সামরিক বিভাগ তাঁর নামেই পরিচালিত হয়। ডোমিনিয়ন ও উপনিবেশগুলোর শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব রাজার হাতেই ন্যস্ত। তিনি কমনওয়েলথ দেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করেন। শাসন কার্য পরিচালনার জন্য তিনি ডোমিনিয়নগুলোর গভর্নর জেনারেলদের নিযুক্ত করেন।

২. **আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ** আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা ব্রিটেনের রাজা বা রানীর একটি মৌলিক দায়িত্ব। তিনি কেবলমাত্র শাসন বিভাগের প্রধান নন আইন বিভাগেরও অবিচ্ছেদ্য অংশ। ব্রিটেনের পার্লামেন্টে বলতে রাজা বা রানী সহ পার্লামেন্টকে বোঝায়। তিনি পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন, অধিবেশন মূলতবী ও প্রয়োজনবোধে পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিতে পারেন। শাসনতান্ত্রিক রীতি অনুসারে বছরে একবার অন্ততঃ পার্লামেন্টর অধিবেশন আহ্বান করা হয়। তিনি প্রতি বছর পার্লামেন্টে একটি বাণী পাঠ করেন। এ বাণীকে সিংহাসন থেকে প্রদত্ত ভাষণ (Speech from the throne) বলা হয়। পার্লামেন্টের প্রতিটি বিলে রাজা বা রানীর স্বাক্ষর প্রয়োজন। তাঁর স্বাক্ষর ছাড়া কোন বিল আইনে পরিণত হয় না। ক্যাবিনেটের পরামর্শ ক্রমে তিনি আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। কখনও কখনও তিনি পরোক্ষভাবে আইন প্রণয়নে অংশ নেন। নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রধান হিসেবে আইন সংক্রান্ত বিষয়ে রাজার ভূমিকা আনুষ্ঠানিক মাত্র।

পার্লামেন্টের প্রতিটি বিলে রাজা বা রানীর স্বাক্ষর প্রয়োজন।

৩. **বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ** ব্রিটেনের রাজা বা রানী ন্যায় বিচারের উৎস (Fountain of justice) হিসেবে অভিহিত। তাঁর নামে সকল বিচারকার্য সম্পন্ন হয়। এ প্রসঙ্গে ওগ এবং জিংক বলেন, "The crown remains the historic foundation of justice and technically, the courts are still the kings courts"। ব্রিটেনের সকল বিচারকদের রাজা বা রানী নিয়োগ করেন। আবার তাদের পদচ্যুত করতে পারেন। এ বিষয়ে অবশ্য তাঁকে পার্লামেন্টের সাথে পরামর্শ করে নিতে হয়। যে কোন অপরাধীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারেন। বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য আদালত গঠনের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যাস্ত। কিন্তু রাজা বা রানীর বিরুদ্ধে আদালতে কোন মামলা দায়ের করা যায় না। প্রিভি কাউন্সিলে আনীত আপীলে তিনিই রায় দেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি স্বরাষ্ট্র সচিব-এর সাথে পরামর্শ করে নেন।

রাজা বা রানীর বিরুদ্ধে আদালতে কোন মামলা দায়ের করা যায় না।

৪. **পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ** ব্রিটেনের রাজা বা রানী পররাষ্ট্র বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। বৈদেশিক বিষয় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার দাযিত্ব তার উপর ন্যাস্ত। বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ, রাষ্ট্রদূত গ্রহণ ও আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন রাজার নামে হয়ে থাকে। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে যাবতীয় নির্দেশ তিনিই দিয়ে থাকেন। আন্তর্জাতিক সন্ধি ও চুক্তি তাঁর উপর ন্যস্ত। তবে কিছু কিছু বৈদেশিক চুক্তিতে তিনি পার্লামেন্টের সাহায্য নেন। দেশের কোন ভূখন্ড হস্তান্তর তিনিই করেন।

৫. **সম্মান প্রদান সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ** ব্রিটেনের রাজা বা রানী সম্মানের উৎস হিসেবে খ্যাত। সাধারণত নববর্ষ, রাজ্যভিষেক ও জন্মদিন উপলক্ষে রাজা বা রানী বিভিন্ন সম্মানসূচক খেতাব বা উপাধি বিতরণ করেন। পূর্বে রাজা বা রানী তাঁর খুশিমত নিজের অনুগ্রহভাজনদের সম্মানসূচক খেতাব প্রদান করতেন। তবে বর্তমানে এ সকল কার্যাদি মন্ত্রিসভার পরামর্শ সাপেক্ষে পরিচালিত। এ বিষয়ে সম্মান আইন (Honour of Act) নামে একটি আইন১৯২৩ সনে প্রণয়ন করা হয়।

৬. **ধর্মীয় ক্ষমতা ঃ** ব্রিটেনের রাজা বা রানী কিছু কিছু ধর্মীয় ক্ষমতাও প্রয়োগ করেন। রাজা বা রানীই ইংল্যান্ডে গীর্জার প্রধান। ব্রিটেনে রাজশক্তির সঙ্গে খৃষ্ঠধর্ম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। খৃষ্ঠধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান হলেন রাজা বা রানী। তিনি প্রধান যাজক ও অন্যান্য যাজকের নিযুক্ত করেন। তাঁর নামেই খ্রীষ্টধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সভা অনুষ্ঠিত। চার্চের বিধি বিধান রাজা বা রানীর অনুমোদন সাপেক্ষে চালিত হয়। এ ক্ষেত্রে রাজা প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে নেন। তিনি চার্চের প্রধান

হিসেবে বিশপ ও আর্চবিশকপদের, ডিন ও ক্যাননদের নিয়োগ করেন। এগুলোই হল রাজা বা রানীর ধর্মীয় বিষয়ক ক্ষমতা।

রাজার বিশেষ অধিকার

রাজা ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক প্রধান। শাসন ব্যবস্থায় রাজা বা রানী বিশেষ মর্যাদাবান ব্যক্তি। রাজার বিশেষ অধিকার প্রসঙ্গে ডাইসি বলেন, "The residue of discretionary or arbitrary authority which at any time is legally left in the hands of the crown" ব্রিটেনের রাজা বা রানীর বিশেষ অধিকার সম্পর্কে শাসনতান্ত্রিকভাবে বলা আছে যে, 'পরামর্শ দান, উৎসাহ দান করাই হল রাজা বা রানীর বিশেষ অধিকার।'

পরামর্শদান ঃ পরামর্শদান ব্রিটেনের রাজা বা রানীর প্রথম অধিকার। পরামর্শদানের অধিকার অর্থ হল যে রাজাকে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে সব সময় অবহিত রাখা হয়, আইন ও অন্যান্য সরকারী কাজে রাজা বা রানীর সম্মতির প্রয়োজন হয়। মন্ত্রিসভা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজা বা রানীর সাথে পরামর্শ করে নেন। মন্ত্রীরা তাদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে অবশ্যই রাজা বা রানীর সাথে আলোচনা বা পরামর্শ করতে বাধ্য থাকেন। এভাবে রাজা বা রানীর তার পরামর্শদানের অধিকার ভোগ করেন।

উৎসাহ দান ঃ উৎসাহদানের অধিকার ব্রিটেনের রাজা বা রানীর একটি বিশেষ অধিকার। ব্রিটেনে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা বিদ্যমান। তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ক্যাবিনেটকে উৎসাহ দেন। তাকে জনকল্যাণ নীতি ও সিদ্ধন্তের বিষয়ে অবহিত করতে হয়। বিশেষ করে তিনি জনকল্যাণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ক্যাবিনেটকে উৎসাহ প্রদান করেন।তাঁর এ উৎসাহ ক্যাবিনেটের মনস্তাত্তিক শক্তি বৃদ্ধি করে।

সতর্ক করা ঃ সতর্ক করা ব্রিটেনের রাজা বা রাণীর অন্যতম অধিকার। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে মন্ত্রিসভাকে সতর্ক করে দেন। কোন জনস্বার্থ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নিতে হলে তাঁকে অবহিত করতে হয়। রাজা কোন জনস্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্ত মেনে নেন না। রাজার এরূপ সতর্ক বাণী ক্যাবিনেটের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।রাজা এ সকল সতর্কমূলক ব্যবস্থা নিতে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভাকে সতর্ক করে দেন।

রাজা কোন জনস্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্ত মেনে নেন না।

সারকথা

রাজা বা রানী, ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক প্রধান মাত্র। ব্রিটেনের রাজপদ বংশানুক্রম ভাবে এসেছে। পার্লামেন্টের নিয়ম কানুন সৃষ্টির পর রাজার পদটি প্রাতিষ্ঠানিকতা পেয়েছে। কার্যক্ষেত্রে রাজা কিন্তু দেশের প্রকৃত শাসক নন। দেশের প্রকৃত শাসন ব্যবস্থা পার্লামেন্টের দ্বারা সৃষ্ট আইনের আওতায় ক্যাবিনেট দ্বারা পরিচালিত হয়। মন্ত্রিসভা বিভিন্ন বিষয়ে রাজা বা রানীর সাথে আলোচনা করে নেন। এক্ষেত্রে সকল দায় দায়িত্ব মন্ত্রিসভার। রাজার যাবতীয় ক্ষমতা মন্ত্রিসভার নামেই পরিচালিত। সরকারী কোন কাজের জন্য রাজার কোন রকম দায় দায়িত্ব থাকে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দিন

১। রাজা বা রাণী হলেন ব্রিটেনের —
ক. আনুষ্ঠানিক প্রধান;
খ. প্রধান সরকার প্রধান;
গ. আনুষ্ঠানিক প্রধান সরকার প্রধান;
ঘ. কোনটি নয়।

২। ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থায় তিনটি বিশেষ অধিকার ভোগ করে
ক. রাজা বা রানী;
খ. প্রধান মন্ত্রী;
গ. উপদেষ্টা পরিষদ;
ঘ. পররাষ্ট্র মন্ত্রী।

৩। রাজার শাসন ব্যবস্থায় তিনটি বিশেষ অধিকার ভোগ করেন —
ক. শাসনক্রমে;
খ. বংশানুক্রমে;
গ. জনগণের ইচ্ছামত;
ঘ. উভয়ই।

উত্তর মালা ১। ক ২। ক ৩। খ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১। ব্রিটেনের রাজশক্তির উৎসগুলো কি ?
২। ব্রিটেনের রাজার বিশেষ অধিকারগুলো কি ?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। ব্রিটেনে রাজা বা রানীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।

পাঠ-২ ব্রিটেনে রাজতন্ত্র টিকে থাকার কারণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ◆ রাজতন্ত্রের সংজ্ঞা উপস্থাপন করতে পারবেন;
- ◆ রাজতন্ত্র টিকে থাকার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

রাজতন্ত্র

ব্রিটেনের রাজতন্ত্র সমগ্র ইউরোপের একটি পরিচিত প্রতিষ্ঠান। যে ব্যবস্থায় রাজা বা রানী বংশানুক্রমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। A.C. Kapur-এর ভাষায়, "In the course of history, those power have been almost entirely transferred from the kings as a person to a complicated impersonal organization called the Crown". রাজতন্ত্রের শুরুর দিকে রাজা চরম ও স্বৈরাচারী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। রাজাদের ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুসারে ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হত। ঐ সময় রাজার 'ব্যক্তিগত ভূমিকার' প্রতিষ্ঠানগত রাজতন্ত্রের কোন পার্থক্য ছিল না। রাজা বা রানীর প্রতিষ্ঠানিক রূপই রাজপ্রতিষ্ঠান। এটা ব্যক্তি রাজা বা ব্যক্তি রানীর মৃত্যুতে বিলুপ্ত হয় না।

ব্রিটেনের রাজতন্ত্র টিকে থাকার কারণ

ব্রিটেনের রাজতন্ত্র একদিনে গড়ে উঠেনি। ধীরে ধীরে প্রথাগত বিধানের দ্বারা রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সময়ের প্রেক্ষিতে ব্রিটেনের রাজতন্ত্রটিকে থাকার কথা ছিল না। কিন্তু আজও ব্রিটেনে রাজতন্ত্র টিকে আছে। এর পিছনে কতিপয় কারণ বিদ্যমান রয়েছে। স্যার আইভর জেনিংস সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রচিন্তাবিদ এর বহুবিধ কারণের কথা বলেছেন। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. **রক্ষণশীলতা ঃ** রক্ষণশীলতা রাজতন্ত্র টিকে থাকার প্রথম কারণ। ইংরেজ জাতি অধিক মাত্রায় রক্ষণশীল। তারা কোন মৌলিক পরিবর্তনে আগ্রহী নয়। সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি ইংরেজ জাতির আন্তরিক টান অনেক দিনের। দীর্ঘ দিন ধরে বিদ্যমান সকল প্রথা, রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠানকে ইংরেজ জাতি মনে প্রাণে ভালোবাসে। রাজতন্ত্র হল ব্রিটেনের তেমনি একটি প্রতিষ্ঠান। স্বভাবতই এর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা জড়িত।

২. **গণতন্ত্রীকরণ ঃ** গণতন্ত্রীকরণের কারণে ব্রিটেনে রাজতন্ত্র আজও টিকে আছে। ব্রিটেনের রাজতন্ত্র আজ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে পরিণত রয়েছে। এ রাজতন্ত্র ব্রিটেনের গণতন্ত্রের পথে কোন বাধা সৃষ্টি করেনি। গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজতন্ত্র প্রবাহমান। এ ব্যবস্থা সংসদীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে। গৌরবময় বিপ্লবের (১৬৮৮) পর থেকে রাজা পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছে।

ব্রিটেনের রাজতন্ত্র আজ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে পরিণত রয়েছে।

৩. **সংসদীয় ব্যবস্থার সমর্থক ঃ** ব্রিটেনে সংসদীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাজা বা রানীর গুরুত্ব কম নয়। তিনি মন্ত্রিসভাকে সর্বত্রই সহায়তা করেন। তত্ত্বগতভাবে সকল ক্ষমতা রাজার নামে পরিচালিত হয়। বাস্তবে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। রাজা বা রানী এ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় কোন সমস্যা সৃষ্টি করছে না। এ কারণে রাজতন্ত্র টিকে আছে।

৪. **রাজপদের ব্যবহারিক মূল্য ঃ** রাজপদের ব্যবহারিক মূল্যের কারণে ব্রিটেনে রাজতন্ত্র বিদ্যমান। ব্রিটেনে মন্ত্রিসভার পরামর্শদাতা হিসেবে রাজশক্তির ব্যবহারিক মূল্য অনেক। তিনি নীতি নির্ধারণে মন্ত্রিসভাকে পরামর্শ দেন। এক্ষেত্রে তার গুরুত্ব অপরিসীম। তারা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন

আবার চলে যান। কিন্তু রাজা বা রানী সারাজীবন পদে আসীন থাকেন। কিন্তু মন্ত্রিসভার উত্থান-পতন হয়।

৫. **ধারাবাহিকতা ঃ** ব্রিটেনে আজও প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা বিদ্যমান। রাজা বা রানী ঐ ব্যবস্থায় এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন। ব্রিটেনের মন্ত্রিসভার পতন ও গঠনের সময় রাজার ভূমিকা অপরিসীম। এ সময় রাজা বা রানী প্রশাসনের হাল ধরেন। এ সময় তিনি ধারাবাহিক ভাবে দায়িত্ব পালন করেন। অন্যথায় ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হয়ে যাবে।

৬. **কম ব্যয়বহুল ঃ** ব্রিটেনের রাজতন্ত্র জাঁক জমকপূর্ণ, কিন্ত ব্যয়বহুল নয়। বাৎসরিক বাজেটের সামান্য অংশ এর পিছনে ব্যয় হয়। এ ব্যয় রাজস্বের শতকরা একভাগ মাত্র। উপযোগিতার তুলনায় এ ব্যয় অনেক কম। রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনে নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে হলে ব্যয়ের পরিমাণ বেশী হত।

৭. **মনস্তাত্তিক কারণ ঃ** মনস্তাত্তিক কারণে ব্রিটেনে আজও রাজতন্ত্র টিকে আছে। এটি রাজতন্ত্র টিকে থাকার সব চেয়ে বড় কারণ। মনস্তাত্তিক দিক থেকে ব্রিটেনে রাজতন্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্রিটেনের রাজা বা রানী জনগণের কাছে পিতা-মাতার ন্যায় প্রতিভাত হন। তিনি সর্বদা বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে আন্তরিকভাবে আলাপ আলোচনা করেন। প্রয়োজন মত বিভিন্ন পরামর্শ দেন।

৮. **ঐক্যের প্রতীক ঃ** ব্রিটেনের রাজা বা রানী ঐক্যের প্রতীকরূপে খ্যাত। তাকে ঐক্যের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি ঐক্যের ধারক ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল। রাজা বা রানী সমগ্রদেশ ও দেশবাসীর অনুকূলে কথা বলেন। এ ভাবে তিনি ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করেন।

৯. **সংযোগ সৃষ্টি ঃ** ব্রিটেনের রাজতন্ত্র কমনওয়েলথের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে থাকে। রাজা বা রানী হলেন কমনওয়েলথের প্রধান। ডোমিনিয়ন স্টেটগুলোর মধ্যে তিনি যোগসূত্র স্বরূপ। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো পূর্বে গ্রেট ব্রিটেনের উপনিবেশ ছিল। রাজশক্তির মাধ্যমে এই দেশগুলোর সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টি হয়।

১০. **আনুষ্ঠানিকতা ঃ** আনুষ্ঠানিকতা ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য। ব্রিটেনের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে রাজা বা রানী আনুষ্ঠানিক ভূমিকা পালন করেন। এখানে যাবতীয় কাজকর্ম রাজা বা রানীর নামে সম্পাদিত। বিচারকার্যও তাঁর নামে সম্পাদিত হয়। তার নামে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। জনগণ ব্যক্তি হিসেবে রাজায় প্রতি অনুরক্ত। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তার দায়িত্ব পালন করেন।

১১. **নিরপেক্ষতা ঃ** নিরপেক্ষতা ব্রিটেনের রাজতন্ত্রের পিছনে ইন্ধন যোগায়। রাজা বা রানী ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থায় নিরপেক্ষ ব্যক্তি। তিনি নিরপেক্ষভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। রাজা বা রানী দলাদলির উর্ধ্বে থাকেন। তাঁর এ নিরপেক্ষতা রাজতন্ত্রকে বহাল রেখেছে।

১২. **ব্যক্তিগত প্রভাব ঃ** ব্রিটেনে রাজতন্ত্র টিকে থাকার অন্যতম কারণ হল রাজা বা রানীর ব্যক্তিগত প্রভাব। ব্যক্তিগতভাবে তিনি অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। এর মধ্যে ব্রিটেনের রাজশক্তির অস্তিত্বের কারণ নিহিত। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল মহারানী ভিক্টোরিয়া। তিনি জনগণের কাছে ছিলেন জননী সাদৃশ্য। রাজা জর্জ জনগণের জনকের মর্যাদা পেয়ে ছিলেন। সুতরাং রাজপদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব রাজতন্ত্র টিকে থাকার অন্যতম কারণ।

১৩. **জাঁকজমক ও বৈচিত্র্যের উৎস ঃ** ব্রিটেনের রাজা বা রানী জাঁকজমক ও বৈচিত্র্যের উৎস। এক ঘেয়েমী মানবজীবনে জাঁকজমক ও বৈচিত্র্যের বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। ব্রিটেনে সাধারণ মানুষকে রাজা বা রানী জাঁকজমকের সাথে জাগিয়ে তোলেন। সরকারী কার্যধারার মধ্যে তিনি বৈচিত্র সৃষ্টি করেন। আড়ম্বর ও সমারোহ প্রভৃতি সরকারী কাজের জন্য অপরিহার্য। এরূপ জাঁকজমক ও বৈচিত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে উদ্যম সৃষ্টি করে।

১৪. **চিরন্তন প্রতিনিধি ঃ** রাজা বা রানী ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থায় চিরন্তন প্রতিনিধি। তাঁর এ অসাধারণ অবদান রাজনীতিবিদদের পক্ষে সম্ভব নয়। নিরপেক্ষতার কারণে তাঁর নামে সরকারী কার্যাদি

পরিচালিত হয়। এ কারণে জনগণের চোখে সরকারের মর্যাদা সমুন্নত থাকে। তিনি রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় মহিমা ও গৌরব সমুন্নত রাখেন।

সারকথা

রাজতন্ত্র ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ প্রতিষ্ঠানটি অনেক প্রাচীন। সুদীর্ঘকালের বিবর্তনের ধারায় ব্রিটেনের রাজতন্ত্র নিরবিচ্ছিন্নভাবে আজও টিকে আছে। রাজতন্ত্রের শুধু আকারগত দিকের পরিবর্তন ঘটেছে। অ্যাংলোসেক্সন যুগ থেকেই রাজসিংহাসন সৃষ্টি হয়। এ সময় থেকে রাজতন্ত্রের উদ্ভব। যদিও ব্রিটেনে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান- তবুও রাজতন্ত্র টিকে আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (√) দিন।

১। ব্রিটেনের রাজতন্ত্র হল একটি —

ক. ব্যক্তি;

খ. প্রতিষ্ঠান;

গ. নেতা;

ঘ. কোনটি নয়।

২। ব্রিটেনের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রকৃত পক্ষে ন্যস্ত —

ক. রাজা রানীর হাতে;

খ. সামরিক প্রধানের হাতে;

গ. রাজনৈতিক উপদেষ্টার হাতে;

ঘ. প্রধানমন্ত্রীর হাতে।

উত্তর মালা ঃ ১। খ, ২। ঘ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১. রাজতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্ণয় করুন।

২. "রাজা কোন অন্যায় করেন না" — ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। ব্রিটেনে রাজতন্ত্র টিকে থাকার কারণগুলো আলোচনা করুন।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যবলী

পাঠ-৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠ থেকে আপনি—

- প্রধানমন্ত্রীর পদটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা বলতে পারবেন;
- প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যবলী সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমনি। গ্রেট ব্রিটেনে সংসদীয় গণতন্ত্র বিদ্যমান। কারো কারো মতে ১৮৩২ সালের প্রথাগত (সংস্কার) আইনে প্রধানমন্ত্রীর পদটি সৃষ্টি করা হয়। সর্বপ্রথম রবার্ট ওয়ালপোল (Rovert Walpole) প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে। তিনি সর্ব প্রথম রাজার প্রধান পরামর্শ দাতা হিসেবে কাজ করেন। সাথে সাথে তিনি কসন্সসভার নেতা ও ক্যাবিনেটের নেতা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থায় শাসন ক্ষমতা মূলতঃ মন্ত্রিসভার উপর ন্যস্ত। প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রকৃত সরকার প্রধান। এ প্রসঙ্গে আইভর জেনিংস বলেন, 'All roads in the Constitution lead to the Prime minister,' ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থায় সরকারের গঠন, অস্তিত্ব ও অবসান প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। তাঁকে কেন্দ্র করেই ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যবলী

ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রী প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। প্রধানমন্ত্রী হলেন এ শাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি। কিন্তু তার পরও এ পদটি আইনের দ্বারা সৃষ্টি হয় নি। মূলতঃ শাসনতান্ত্রিক রীতি নীতির ভিত্তিতে এ পদটি গড়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যবলীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথাঃ

- **প্রধান পরামর্শদাতা ঃ** প্রধানমন্ত্রী ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থার প্রধান পরামর্শদাতা। প্রধানমন্ত্রীকে রাজা বা রানী আনুষ্ঠানিক ভাবে নিয়োগ দেন। প্রধানমন্ত্রী রাজা বা রানীর প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করছেন। তিনি রাজা বা রানীকে সরকারী নীতি ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করেন। রাজা বা রানীর বক্তব্য প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের কাছে পৌছে দেন। কমন্সসভা ভেঙ্গে দেয়া, লর্ড সভার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত ইত্যাদি রাজার পরামর্শক্রমে তিনি করে থাকেন।

- **সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ঃ** প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। এ সুবাধে তিনি প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভ করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলেরও নেতা হিসেবে তিনি পার্লামেন্টের ভেতরে ও বাইরে শৃংখলা ও মর্যাদা বজায় রাখেন। তিনি দলীয় শৃংখলা রক্ষা করেন। দলীয় সংহতি রক্ষা করা তাঁর একটি মহান দায়িত্ব। তাঁর এ নেতৃত্বের উপর ক্ষমতাসীন দলের ভবিষ্যত নির্ভরশীল।

- **কমন্স সভার নেতা ঃ** প্রধানমন্ত্রী কমন্সসভার নেতা। এ সভার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা অপরিসীম। তিনি কমন্স সভার অধিবেশন আহবান, সময় নির্ধারণ ও কর্মসূচী প্রনয়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি বিরোধী দলের সময় বন্টন ও সভার কাজকর্ম পরিচালনা করেন। প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের সাথে সেতু বন্ধন রচনা করেন। কমন্স সভার নেতা হিসেবে সরকারী নীতি ও সিদ্ধান্তগুলোকে জাতির সামনে তুলে ধরেন। এ নেতৃত্বদানে তাকে সরকারের মুখপাত্ররূপে আখ্যায়িত করা হয়। কমন্স সভার দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার দায়িত্বও তার উপর ন্যস্ত।

- **মন্ত্রিসভার নেতা ঃ** প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার নেতাও বটে। এ প্রধান মন্ত্রীকে রাজা বা রানী নিযুক্ত করেন। তিনি আবার মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদেরকে নিযুক্ত করেন। তবে পার্লামেন্টের সদস্য নন এমন

ব্যক্তিকেও মন্ত্রী করা যায়। তাকে দু'মাসের মধ্যে পার্লামেন্টের সদস্য হতে হয়। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি অধঃস্তন কর্মচারীদের নিযুক্ত করেন। দলের ভবিষ্যত নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য এ ব্যবস্থা নেন।

- **ক্যাবিনেটের নেতা ঃ** তিনি ক্যাবিনেটের মার্যদা সম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি ক্যাবিনেটের নেতা। বাস্তবে তিনি ক্যাবিনেটের মধ্যমণি, নেতা। তাঁকে কেন্দ্র করে ক্যাবিনেটের উত্থান-পতন। ক্যাবিনেট গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর অবাধ ক্ষমতা। প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের আয়তন ও সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করেন। কিন্তু রাজা বা রানী আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁকে নিযুক্ত করেন। তিনি ক্যাবিনেটের সদস্যদের মধ্যে দপ্তর বন্টন করেন। তিনি তাদের ক্ষমতাচ্যুত করার ব্যাপারে রাজা বা রানীকে পরামর্শ দেন। তাঁর নেতৃত্বের উপর ঐক্য ও সংহতি নির্ভর করে।

- **আন্তর্জাতিক নেতা ঃ** ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর পদটি আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত। তিনি আন্তর্জাতিক নেতাও বটে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বক্তব্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারী বক্তব্যরূপে স্বীকৃত। অন্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা অপরিসীম। প্রধানমন্ত্রী দেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন। কমনওয়েলথের সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী দেশের পক্ষে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। জরুরি অবস্থায় পররাষ্ট্র বিষয়ে তিান একক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

- **শাসন বিভাগীয় নেতা ঃ** ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী শাসন বিভাগের নেতা। শাসন বিভাগের যাবতীয় কাজ তাঁর নামে সম্পাদিত হয়। শাসক প্রধান হিসেবে সমগ্র দপ্তরের সুষ্ঠু কার্যকারিতা তিনি নিশ্চিত করেন। সরকারী নীতি কি ভাবে কার্যকরী হচ্ছে তিনি তা পর্যবেক্ষণ করেন। শাসন বিভাগীয় ঐক্য সৃষ্টি করা তার একটি গুরু দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে তিনি শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করেন। কোন সমস্যা দেখা দিলে তিনি রাজা বা রানীর সাথে পরামর্শ করেন। সুতরাং তাঁর শাসন বিভাগীয় দায়িত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

- **নিয়োগ সংক্রান্ত কাজ ঃ** প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ কর্তাও বটে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপক নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা রয়েছে। উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বিচারক ও যাজককের রাজা বা রানী নিয়োগ করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে রাজা বা রানী এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে কাজ করেন। বিশেষ করে মন্ত্রিসভার সদস্যদের রাজা বা রানীর পরামর্শক্রমে তিনিই নিয়োগ করেন। কাজেই তার নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা অপরিসীম।

- **প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদাঃ** ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী একজন মর্যাদাবান ব্যক্তি। তিনি গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিও বটে। আন্তর্জাতিক বিচারে তিনি একজন অন্যতম শক্তিশালী শাসক। তত্ত্বগতভাবে না হলেও বাস্তব প্রেক্ষাপটে তিনিই রাষ্ট্রপ্রধান। এত ব্যাপক ক্ষমতা পৃথিবীতে অন্য কোন দেশের প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত নেই। এ ক্ষেত্রে তার পদ মর্যাদা মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাথে তুলনীয়। এ ক্ষেত্রে গ্রীভস (Greaves) মনে করেন, "The government is the master of the country and the prime minister is the master of the government, তাই ব্রিটেনে শাসন ব্যবস্থাকে সংসদীয় সরকার" না বলে "প্রধানমন্ত্রীর সরকার" বলাই সঙ্গত।

সারকথাঃ

বলা যায় যে, ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে যাবতীয় কার্যাদি পরিচালিত হয়। তাঁর নেতৃত্বের উপর ব্রিটেন সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করে। তিনি হলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি জনগণেরও নেতা। তাই ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা, যোগ্যতা ও পদমর্যাদা মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাথে তুলনীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (√) দিন।

১। ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রীর পদটি সৃষ্টি হয়।
- ক. ১৭৩২ সালের প্রথাগত আইনে;
- খ. ১৮৩২ সালের প্রথাগত আইনে;
- গ. ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আইনে;
- ঘ. ১৭৮৭ ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে।

২। ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী হলেন ?
- ক. প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক;
- খ. রাষ্ট্র প্রধান;
- গ. সরকার প্রধান;
- ঘ. রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধান।

৩। ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থায় সার্বিক ক্ষমতাবান ব্যক্তি
- ক. রাজা বা রানী;
- খ. প্রধানমন্ত্রী;
- গ. পররাষ্ট্র মন্ত্রী;
- ঘ. সচিব প্রধান।

উত্তর মালাঃ ১। খ ২। গ ৩। খ

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী সভার মধ্যমণি-এ প্রসঙ্গে তাঁর ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা করুন।

পাঠ-৪ ক্যাবিনেটের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ব্যবস্থার স্বরূপ নির্নয় করতে পারবেন;
- ক্যাবিনেটের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ক্যাবিনেটের কার্যাবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ক্যাবিনেট ব্যবস্থা

ক্যাবিনেট ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থার একটি বিশেষ দিক। ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। সাংবিধানিক ভাবে ক্যাবিনেট হল দায়িত্বশীল শাসন বিভাগ, যার হাতে প্রশাসনের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় দায়িত্ব পালনের জন্য সকল নির্দেশ দানের ক্ষমতা ন্যস্ত। বেজইট বলেন, "The Cabinet is the keystone of the political arch." ক্যাবিনেট মন্ত্রীমন্ডলীর চেয়ে কম সংখ্যক ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত। সব ক্যাবিনেট সদস্যই মন্ত্রী, কিন্তু সব মন্ত্রী ক্যাবিনেট সদস্য নন। ক্যাবিনেট হল এমনই এক ব্যবস্থা যেখানে বিশেষ ক্ষমতাবান ও আস্থাভাজন মন্ত্রীগণ অন্তর্ভুক্ত। ক্যাবিনেট শাসন ব্যবস্থার দীর্ঘ পরিক্রমার ফল। সপ্তদশ থেকে বিংশ শতাব্দী-এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ক্যাবিনেট ব্যবস্থার উদ্ভব। দ্বিতীয় চার্লস কাউন্সিলের ৫ জন সদস্য নিয়ে এই ক্যাবিনেট প্রথম গঠিত হয়। রবার্ট ওয়ালপোল ক্যাবিনেট ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলো নির্ধারণ করেন। ক্যাবিনেটের প্রথম পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে রাজা তৃতীয় জর্জের আমলে। এসময় উইলিয়াম পিট প্রধানমন্ত্রী হন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি ক্যাবিনেট ব্যবস্থার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা কায়েম করেন।

ক্যাবিনেট ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

ব্রিটেনে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা বিদ্যমান। ক্যাবিনেট ব্যবস্থার কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এগুলো হলঃ

শাসন কার্যের সব ক্ষমতা ক্যাবিনেটের উপর ন্যাস্ত।

- **আনুষ্ঠানিক শাসক প্রধান ঃ** ব্রিটেনের ক্যাবিনেট ব্যবস্থা শাসক প্রধান। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে আছেন রাজা বা রানী। কিন্তু তিনি নাম মাত্র শাসক। শাসন কার্যের সব ক্ষমতা ক্যাবিনেটের উপর ন্যাস্ত। ক্যাবিনেট সভায় রাজা বা রানী উপস্থিত থাকেন না। প্রধানমন্ত্রীই এ সভার দায়িত্ব পালন করেন।

- **পার্লামেন্টের সদস্য ঃ** ক্যাবিনেট সদস্যরা পার্লামেন্টের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ক্যাবিনেট সদস্য হতে হলে আগে তাকে পার্লামেন্টের সদস্য হতে হয়। পার্লামেন্টের সদস্য না হয়ে কোন ব্যক্তি ক্যাবিনেটের সদস্য হতে পারেন না। প্রথমে কোন ব্যক্তি ক্যাবিনেট সদস্য হতে পারেন। কিন্তু ছ'মাসের মধ্যে তাকে পার্লামেন্টের সদস্য হতে হয়।

- **ঘনিষ্ঠতা ঃ** ঘনিষ্ঠতা ক্যাবিনেটের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থায় ক্যাবিনেট ও পার্লামেন্টের মধ্য ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রত্যেক মন্ত্রীকেই পার্লামেন্টের যে কোন কক্ষের সদস্য হতে হয়। পার্লামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ক্যাবিনেট সদস্যরাই পরিচালনা করেন। ফলে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

- **দায়িত্বশীলতাঃ** দায়িত্বশীলতা ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের একটি বিশেষ দিক। ক্যাবিনেট সদস্যগণ রাজনৈতিক দিক থেকে কমন্স সভার কাছে দায়ী। তাঁরা যৌথভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের কাজ কর্মের জন্য কমন্সসভার কাছে দায়ী থাকেন। প্রত্যেক সদস্যই তার স্ব-স্ব দাপ্তরিক কাজের জন্য কমন্স সভায় কৈফিয়ত দিতে বাধ্য।

- **সংখ্যাগরিষ্ঠ নীতি ঃ** সংখ্যাগরিষ্ঠ নীতি ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের একটি বিশেষ দিক। ক্যাবিনেট গঠনের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নিয়ে ক্যাবিনেট গঠন করা হয়। কমন্স সভায় সংখ্যাগরিষ্ট দলই ক্যাবিনেট গঠন করে। ঐ দলের নেতাকে রাজা বা রানী মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাজা বা রানী ক্যাবিনেট সদস্য নিযুক্ত করেন। এক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও আস্থাভাজন নীতি অনুসৃত হয়।

- **প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণ ঃ** ক্যাবিনেট শাসন ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণ পরিলক্ষিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট গঠনে নিয়ন্ত্রণ করেন। ব্রিটিশ কেবিনেটের সাধারণ সদস্য হল ১৬ থেকে ২৪ জন। ১৯৮৪ সালে মার্গারেট থ্যাচারের ক্যাবিনেটের সদস্য সংখ্যা ছিল ২১ জন।

- **সেতু বন্ধন ঃ** ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের অন্যতম দিক হল সেতু বন্ধন। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট আইন বিভাগ ও শাসন-বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি অনুসৃত হয়। ফলে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে সু-সম্পর্ক বজায় থাকে।

- **দলীয় শাসন ব্যবস্থা ঃ** ক্যাবিনেট ব্যবস্থা মানেই দলীয় ব্যবস্থা। ব্রিটেনের ক্যাবিনেট ব্যবস্থাও এর বাইরে নয়। ব্রিটেনের ক্যাবিনেট শাসন ব্যবস্থা হল মূলতঃ দলীয় শাসন ব্যবস্থা। এ প্রসঙ্গে রামসে ম্যুর (Ramsy Muir) বলেন, "Party spirit supplies the driving force of the whole machine"।

- **সংহতি ঃ** ব্রিটেনে ক্যাবিনেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল সুদৃঢ় ঐক্য। কমন্স সভার কাছে যৌথ দায়িত্বশীলতার কারণে মন্ত্রীদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি আবশ্যক। ক্যাবিনেট সদস্যের মধ্যে ঐক্য না থাকলে শাসন কার্য ব্যহত হয়। এ কারণেই ব্রিটেনের ক্যাবিনেট সভায় ঐক্য ও সংহতি বিদ্যমান।

- **আস্থাশীলতা ঃ** আস্থাশীলতা ব্রিটেন ক্যাবিনেটের একটি অন্যতম ভিত্তি। কমন্স সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই ব্রিটেনের রাজা বা রানী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ক্যাবিনেটের কার্যকাল কমন্স সভার উপর ন্যস্ত। এ কারণে ক্যাবিনেটকে কমন্স সভার উপর আস্থাশীল হতে হয়।

- **বিরোধী দলের অস্তিত্ব ঃ** ব্রিটেনের কমন্স সভায় বিরোধী দলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এ বিরোধী দল শক্তিশালী হয়ে থাকে। বিরোধী দল ক্যাবিনেটের বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। বিরোধী দল সরকারী কাজ কর্মের বিরোধীতা ও সমালোচনা করে। তারা সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে জনগণের সামনে তুলে ধরে।

- **শাসনতান্ত্রিক রীতি-নীতি ঃ** শাসনতান্ত্রিক রীতি নীতির প্রাধান্য ব্রিটেন ক্যাবিনেটে লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটেনের ক্যাবিনেট শাসনতান্ত্রিক প্রথার উপর নির্ভরশীল। এর কোন আইনগত ভিত্তি নাই। পেশাগত ভাবে ক্যাবিনেট ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। এ রীতি নীতির ভিত্তিতে ক্যাবিনেট শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত। এ ক্যাবিনেটের ক্ষমতা ও কার্যাবলী প্রথা দ্বারা নির্ধারিত।

ক্যাবিনেটের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি হল ক্যাবিনেট। এই ক্যাবিনেটের প্রধান হলো প্রধানমন্ত্রী। তাঁর নিয়ন্ত্রণে ক্যাবিনেটের যাবতীয় কার্যাবলী পরিচালিত। এ ব্যবস্থায় রাজা বা রানীর ভূমিকা গৌন। রাজা বা রানী ক্যাবিনেট নেতাকে নিযুক্ত করেন। ক্যাবিনেটের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি হল ক্যাবিনেট।

১. **নীতি নির্ধারণ ঃ** ব্রিটেনের ক্যাবিনেটের প্রথম ও প্রধান কাজ হল নীতি নির্ধারণ। শাসন ব্যবস্থার মৌলিক নীতিগুলো ক্যাবিনেট নির্ধারণ করে। ক্যাবিনেট ব্রিটেনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের পক্ষে নীতি নির্ধারণ করে। পররাষ্ট্র, যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কিত চুক্তি ও বৈদেশিক বাণিজ্য ক্যাবিনেটের দ্বারা নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দপ্তরের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা ক্যাবিনেটকে সাহায্য করে।

২. **আইন প্রণয়ন ঃ** আইন প্রণয়ন পার্লামেন্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সরকারী নীতি নির্ধারণের সঙ্গে আইন প্রণয়নের ব্যাপারটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারী নীতিগুলো আইনের দ্বারা বাস্তবায়িত হয়। ক্যাবিনেট আইনের খসড়া তৈরি করে। অবশ্য এক্ষেত্রে ক্যাবিনেট পার্লামেন্টের সাথে পরামর্শ করে থাকে। ক্যাবিনেটের পিছনে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সমর্থন থাকে। এ কারণে ক্যাবিনেটের প্রস্তাবগুলো সহজেই পাস হয়।

৩. **পার্লামেন্ট সংক্রান্ত কাজ ঃ** ব্রিটেনে ক্যাবিনেট কিছু কিছু পার্লামেন্ট সংক্রান্ত কাজও করে থাকে। পার্লামেন্টের কর্মসূচী প্রণয়নে ব্রিটেন ক্যাবিনেটের ভূমিকা অপরিসীম। পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ও ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষমতা মূলত রাজা বা রানীর উপর ন্যস্ত। রাজার এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে ক্যাবিনেট সভা। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ক্যাবিনেট সভা ক্ষমতা প্রয়োগ করে। পার্লামেন্ট অধিবেশনে কোন কোন বিল উত্থাপন করা হবে তা ক্যাবিনেট নির্ধারণ করে। বর্তমানে বিভিন্ন দিক দৃষ্টকোণ থেকে ক্যাবিনেট পার্লামেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. **শাসন সংক্রান্ত ঃ** শাসন সংক্রান্ত কাজ ব্রিটেনের পার্লামেন্টের একটি মৌলিক কাজ। ক্যাবিনেটকে কেন্দ্র করেই ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থা আবর্তিত। এ বিষয়েও রাজা বা রানী আইনতঃ ক্ষমতার মালিক। বাস্তব ক্ষেত্রে ক্যাবিনেটই সামিগ্রকভাবে শাসন বিভাগ পরিচালনা করে। রাজা বা রানীর নামে ক্যাবিনেট শাসন করে। পার্লামেন্টের আইন যাতে বাস্তবে প্রয়োগ করা যায় ক্যাবিনেট সে দিকে যথার্থ দৃষ্টি রাখে। মূলতঃ ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হল ক্যাবিনেট সভা।

ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হল ক্যাবিনেট সভা।

৫. **বাজেট সংক্রান্ত কাজ ঃ** এটি ক্যাবিনেটের একটি বিশেষ কাজ। সরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কাজই বাজেটের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে ক্যাবিনেটের ভূমিকা অপরিসীম। রাজস্ব বিভাগের চ্যান্সেলরের হাতে বাজেটের যাবতীয় কাজ ন্যস্ত। তবে এ ক্ষেত্রে অর্থ-মন্ত্রীই বাজেট তৈরী করেন। তিনিই কমন্স সভায় পেশ করেন। তবে আগে তিনি ক্যাবিনেটের সাথে পরমর্শ করে নেন। ক্যাবিনেটের আলোচনার পরই বাজেট চুড়ান্ত হয়। এ ব্যাপরে ক্যাবিনেট যৌথ দায়িত্বশীলতা ও গোপনীয়তার নীতি অনুসরণ করে।

৬. **পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কাজ ঃ** ব্রিটেনের পার্লামেন্টের একটি অন্যতম কাজ হল পররাষ্ট্র বিষয়ক কাজ। ক্যাবিনেট আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করে। যুদ্ধ, শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক কাজ ক্যাবিনেটের নামে পরিচালিত হয়। বিশেষ করে বৈদেশিক চুক্তি ক্যাবিনেটের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এ ক্ষেত্রে ক্যাবিনেট ও রাজা বা রানীকে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

৭. **অন্যান্য ঃ** উল্লেখিত কার্যাবলী ছাড়াও ব্রিটেনে ক্যাবিনেট কিছু অন্যান্য কাজও করে থাকে। দেশের অভ্যন্তরে কোন জরুরি অবস্থা দেখা দিলে ক্যাবিনেট রাজা বা রানীকে পরামর্শ দেয়। তাছাড়া আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোন আকস্মিক ঘটনা ঘটলে ক্যাবিনেট সে বিষয়ে সত্তর ব্যবস্থা নেয়। এছাড়া ক্যাবিনেট রাজার বিশেষ অধিকার আছে কিনা তা লক্ষ্য রাখে। ডোমিনিয়ন-গর্ভনর জেনারেল নিয়োগ ক্যাবিনেটের মাধ্যমে হয়। রাষ্ট্রদূত, বাণিজ্যিক প্রতিনিধি নিয়োগের মূল দায়িত্ব ক্যাবিনেটের উপর ন্যাস্ত।

সারকথা

ক্যাবিনেট হল ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি। এটি ব্রিটেনে সংসদীয় ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। মূলত রাজা দ্বিতীয় চার্লসের শাসনামলে ক্যাবিনেট ব্যবস্থার উৎপত্তি লক্ষ্য করা যায়। এ ব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্য করা যায়। দিনে দিনে ক্যাবিনেটের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে শাসন বিভাগীয় শক্তি ক্যাবিনেটের মাধ্যমে প্রয়োগ হচ্ছে। শাসন বিভাগীয় শক্তি ক্যাবিনেটের মাধ্যমে আইনসভা ও নির্বাচনের সঙ্গে সরাসরি যোগযোগ স্থাপন করছে। ফলে ব্রিটেনে ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (√) দিন।

১। ক্যাবিনেট শব্দটি এসেছে।

ক. CABAL থেকে; খ. Chabale;
গ. Cebal; ঘ. Cable।

২। ক্যাবিনেট প্রধান হলেন ব্রিটেনের

ক. রাষ্ট্র প্রধান; খ. প্রধানমন্ত্রী;
গ. পররাষ্ট্র মন্ত্রী; ঘ. সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান।

৩। ব্রিটেনের ক্যাবিনেটের প্রথম কাজ হল

ক. শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ; খ. নীতি নিয়ন্ত্রণ;
গ. চুক্তি সম্পাদন; ঘ. যুদ্ধ।

উত্তর মালাঃ ১. ক ২. খ ৩. খ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন ঃ

১। ক্যাবিনেট কি ?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের কার্যাবলী আলোচনা করুন।
২। ব্রিটেন শাসন ব্যবস্থায় ক্যাবিনেটের উৎপত্তির কারণগুলো কি?

সহায়ক গ্রন্থাঃ

১। A.B. Keith and N.M. Gibbs –The British cabinet system.
২। Richard Rose — Politics in England.
৩। Sydney D Baily — The British party Systems.

প্রয়োজনীয় নোট লিখুন